

শুণ্য ভাব , যুগ্ম কপর্দ = তোমার ব্রহ্মতালুর উপরে কখনোবা এক ঝুঁটি আবার কখনোবা একজোড়া জটা-ঝুঁটি {= যুগ্ম কপর্দ } দ্বারা ব্রহ্মতালু সদাবৃত। © মন্ত্র শক্তি- "পুরোহিতী দর্পণ"। (১১) তুমি যোগীরূপে জগদগুরু , ভূত-অতীত এবং ভবিষ্যৎ জান বলতে = ত্রিকালজ্ঞ, সুরেশ্বর = দেবতাদের ঈশ্বর, (১২) তুমি পুরুষ আবার তুমি আদ্যাশক্তিরূপে [জয় মা লোকনাথ] ভক্তমনের গোচরে বা অগোচরে সুক্ৰমভাবে ও স্থূলভাবে { ত্রাণকর্তারূপে অহতুকী করুণায় ধ্যানমগ্ন বজ্রিয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দাবানল(বনরে আগুন)থেকে উদ্ধার করলে (১৩) তোমার কপালে কখনোবা জলদ্বারা গুপ্ত তলিক, আবার যেনে চন্দন-কুঙ্কুমাদির তলিক, কুটস্থ = ভ্রুয়ুগলের মধ্যভাগ , কনিতু তোমার অন্তর্যামজ দৃষ্টি = কৃপা-করুণার আশীর্বাদ দ্বারা ও (১৩, ১৪) তোমার নাম স্মরণকারীর কাতর আহ্বানমাতর তাদের সকল ভয়-বহ্নি-বপিদ নবিরনে স্থূল দহে ছেড়ে সুক্ৰমদহে = দেহীরূপে (১৫, ১৬) সেই প্রকারে কলশোদ = তাপাদি বিনাশ কর ও প্রণতগণকে = শরণাগতদের পালন কর। © মন্ত্র শক্তি- "পুরোহিতী দর্পণ" (১৭) তুমি বহ্নিনাশক-গণপতি ; পাপনাশক-আরোগ্যদাতা সূর্য; মুক্তদাতা ও বপিদবারণ মধুসূদন বহ্নি [ফার্সীর আসামী ডেঙ্গুকে এবং দাবানল থেকে বজ্রিয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে..... বপিদ হতে উদ্ধার] , শিবিরূপে ত্রলৈঙ্গ স্বামীতে লয় , তুমি যেনে মহামৃত্যুঞ্জয় অনেকে ভক্তজনকে নকিটে ; মাতৃভাব (= দুর্গা) :- গোয়ালিনী মাকে কালীরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন-দান, পুরুষোত্তমঃ-বজ্রিয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নকিট সর্ববৈবে দেবদেবীরূপে প্রকাশ { বাবার সর্ববাঙ্গে ও পোশাক-পরচ্ছিদে সমস্ত কক্শটী যেনে সর্বপ্রকার দেবে-দেবীতে পূরণ } (১৮-২০) তুমি ভূমাপুরুষ কৃপাপূর্বক ভূমতিতে অবতীর্ণ হয়েছো , তুমি স্থাবর তীর্থ- -- তুমি জঙ্গম তীর্থ , তুমি ব্রহ্মা-বহ্নি-শবিকলপে যথাক্রমে উপাধ্যায় গুরু, কুল গুরু , মন্ত্র গুরু, সিদ্ধ গুরু , সন্ধ্যাস গুরু এবং ধর্মীয় জাত-পাতরে গণ্ডী ছেড়ে সকলের নকিটে "ব্রহ্মভূত" পুরুষরূপে পূর্ণব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশে আনন্দময় মূর্ত -- বগ্রহ (২১) হে পরমাত্মা সনাতন পুরুষ , তুমি বিশ্বের (হিত) অর্থাৎ কল্যাণের জন্য , মঙ্গল সাধনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছ (২২) তাই শরণাগত ভক্তজনকে আকুতি- "হে বাবা লোকনাথ" ! © মন্ত্র শক্তি- "পুরোহিতী দর্পণ"। তুমি ত্রাণকারীরূপে আমাদের উদ্ধার করো। অতএব , ভগবত শাস্ত্রসম্মত সকল প্রকারের দেবে-দেবী স্বরূপে নতমস্তকে তোমাকে প্রণাম করি।

□ লোকনাথ ভক্তসমীপে প্রার্থনা, ধ্যান-স্তবটতে ভাব-ভক্তটাই আসল বচির্ষ।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার বন্দনা স্তবঃ-

বন্দে সার্বপুজ্যান ব্রহ্মভূতং কল্পতরু ভাবভাষতিম।
বন্দে দণ্ড কণ্ডুলু ধৃতং ঋষিষু শবিস্বরম।।
পরম পরমেষ্টি চ পরাপরানাং গুর্বাদমিন্যং।
যৎকৃপা তুল্যাতিতং বাপি অবাঙ্মানস-হগোচরম।।
জানাম্য ধর্মমং ন চ মৈ প্রবৃত্ততি, জানাম্য হধর্মমং ন চ মৈ নবিত্ততি।
ত্বয়া অন্তর্যামনিঃ শ্রীলোকনাথঃ হৃদস্থিতিনে,
যথা নযুক্তোহস্মি তথা করোমি।।

বাবা লোকনাথ প্রণাম মন্ত্রঃ-

ওঁ ম যোগীন্দ্রায় নমস্তুভ্যং ত্যাগীস্বরায় বটনমঃ
ভুমানন্দ স্বরূপায় লোকনাথায় নমো নমঃ,
নমামি বারদীচন্দ্রং নন্দন কাননস্মরণং হরমি ।
নমামি ত্রিলোকনাথং লোকনাথং কল্পতরুম
ওঁ নমঃ শবায় শান্তায় কারনত্রয়হতেবে ।
নবিদ্যামি চাত্মানং গতসিতং পরমেশ্বরঃ
নমস্তে গুরুরূপায় নমস্তে ত্রীকাল দরশনি

नमस्ते शबिरूपाय ब्रह्मात्मने नमो नमः

जय बाबा लोकनाथ ,

जय मा लोकनाथ,

जय शबि लोकनाथ ,

जय ब्रह्म लोकनाथ,

जय गुरु लोकनाथ।

ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ

